ইসলামী ফুল-বাগিচা

লেভেল ঃ টু

সংকলন ঃ মনসূর আহমাদ মাদানী
অনুবাদ ঃ আব্দুল হামীদ মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষকের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের মনে সঠিক আকীদার বীজ বপন করা এবং তাদেরকে এমন জিনিসে অভ্যাসী বানানো, যাতে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা নিহিত আছে।

২। শিক্ষক ছাত্রের আদর্শ হন। এই জন্য তাঁর প্রত্যেক কর্মে নববী সুন্নাহর বহিঃপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। শিক্ষক হবেন গম্ভীর এবং বেশভূষায় সুন্দর।

৪। দ্বীনের আলেম নবীগণের ওয়ারেস হন। সুতরাং নিজের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা খেয়ালে রাখা আবশ্যক।

৫। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের সাথে স্নেহ ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োগ করা।

৬। শিক্ষক ছাত্রদের সাথে চিত্তাকর্ষী ভঙ্গিমায় প্রশ্নোত্তর করবেন।

৭। শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হবেন, যাতে ছাত্রদের কুরআন-তিলাঅত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পদ্ধতি মুতাবেক হয়।

৮। ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাস উজ্জ্বল করতে হবে, যাতে তারা কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করতে, অতঃপর আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। তারা যেন অবসর-সময়কে এমন কাজে লাগায়, যা দ্বীন-দুনিয়ার কোন উপকারে লাগে।

৯। নিজের দায়িত্ব পালন করতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ করবেন।

১০। কচিকাঁচা শিশুদেরকে এই উম্মতের বিশাল মূলধন মনে ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

১১। কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহির ভয় না ক'রে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভব হৃদয়ে রাখতে হবে।

ছাত্রদের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। ছাত্ররা সদা-সর্বদা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় যত্নবান থাকবে।

২। বই-পুস্তকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তার উপরে অন্য কিছু রাখবে না।

৩। পানাহার ও দেওয়া-নেওয়ার সময় সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করবে।

৪। তোমার সময় বড় অমূল্য ধন। সুতরাং শিক্ষা-অর্জনে সময়ানুবর্তী হও।

৫। ইসলামী আকার-আকৃতিকে নিজের প্রতীক বানাও। আর ফরয নামায যথাসময়ে জামাআত-সহকারে আদায় কর।

৬। শিক্ষকদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখবে এবং তাঁদের আনুগত্য করবে।

৭। শিক্ষক যে পাঠ পড়াবেন, সেটা ভালভাবে রপ্ত ও মুখস্থ ক'রে আসবে।

৮। মেহনত ও কষ্ট, আগ্রহ ও মনোনিবেশ এবং চেষ্টা ও প্রয়াসকে নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নাও। আর মনে রাখো যে, বিনা কষ্টে কেউই স্বনামধন্য হতে পারে না। পাথরকে শতবার কাটা-ঘষার পরেই তা মণি তৈরি হয়।

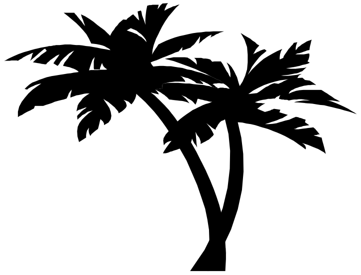

ফুলদানি--- ১
কুরআন কারীম

سورة الشمس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا (٢) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا (٣)
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (٤) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
(٦) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذْ
انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا (١٣)
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلا يَخَافُ
عُقْبَاهَا (١٥)

سورة البلد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣) لَقَدْ
خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ
أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً (٦) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨)
وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا
أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤)
يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

سورة الغاشية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ
(٣) تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً (٤) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (٥) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ
ضَرِيعٍ (٦) لاَيُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٧) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٨)
لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠) لاَتَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً (١١) فِيهَا
عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٤)
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (١٦) أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ
خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
(١٩) وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١)
لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (٢٢) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ
الأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)

سورة الأعلى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى
(٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلا
تَنسَى (٦) إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (٢٠)

سورة الفجر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
(٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥) أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
(٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ (٨) وَثَمُودَ
الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ
طَغَوْا فِي الْبِلادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا
ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ
فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلاَّ بَل لاَتُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ
(١٧) وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً
لَمّاً (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً (٢٠) كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكّاً دَكّاً
(٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ
لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لاَيُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
(٢٦) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً
(٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)

(٨) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتْ الذِّكْرَى (٩) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا
الأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لاَيَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا
(١٣) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ
الأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩)

سورة الطارق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) إِنْ
كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ
دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨)
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ (١٠) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
(١١) وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
(١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (١٥) وَأَكِيدُ كَيْداً (١٦) فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ
أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (١٧)

سورة البروج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣)
قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ

(٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ
يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا
فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١)
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ
الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ
(١٩) وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ
مَحْفُوظٍ (٢٢)

ফুলদানি---২
হাদীস শরীফ

১। হালাল রুযী ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ اللهَّ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া গ্রহণ করেন না। (মুসলিম ২৩৯৩নং)

২। ফালতু কথা ও কাজ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَالا يَعْنِيهِ).

অর্থাৎ, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলমান হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা। *(তিরমিযী ২৩১৭, ইবনে মাজাহ ৩৯৭৬নং)*

৩। পূর্ণাঙ্গ ঈমান ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ).

অর্থাৎ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী ১৩, মুসলিম ১৭৯নং)

৪। তিনটি অমূল্য রতন ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ،

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ).

অর্থাৎ, (১) যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

(২) যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন নিজ মেহমানের খাতির করে।

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে। (বুখারী ৬৪৭৫, মুসলিম ১৮৩নং)

৫। আল্লাহর ভয় ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ).

অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাকো, সেখানেই আল্লাহকে ভয় করো। *(তিরমিযী ১৯৮৭নং)*

৬। উত্তম পাপী ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ).

অর্থাৎ, প্রত্যেক আদম সন্তান ত্রুটিশীল ও অপরাধী, আর অপরাধীদের মধ্যে উত্তম লোক তারা, যারা তওবা করে। (ইবনে মাজাহ ৪২৫১, তিরমিযী ২৪৯৯নং)

৭। শ্রমিকের পারিশ্রমিক ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ).

অর্থাৎ, মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ ২৪৪৩নং)

৮। আল্লাহর অভিশাপ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لَعْنَةُ اللهَّ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).

অর্থাৎ, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে। (বুখারী ৪৩৫, মুসলিম ১২১৫নং)

ফুলদানি---৩
আক্বীদা ও বিশ্বাস
(তাওহীদ)

১নং প্রশ্ন ঃ 'শির্ক' কাকে বলে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর প্রতিপালকত্ব, উপাস্যত্ব বা তাঁর নাম ও গুণাবলীতে কোন কিছুকে শরীক করা অথবা মহান আল্লাহর সত্ত্বা, গুণ বা কর্মে কোন কিছুকে শরীক করাকে 'শির্ক' বলে।

২নং প্রশ্ন ঃ মুশরিক কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে শির্ক করে, তাকে 'মুশরিক' বলা হয়।

৩নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধ কী?

উত্তর ঃ সবচেয়ে বড় অপরাধ শির্ক করা। মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ] (١٣) سورة لقمان

অর্থাৎ, নিশ্চয় শির্ক বড় অন্যায়। (লুক্বমান ঃ ১৩)

৪নং প্রশ্ন ঃ মুশরিকের শাস্তি কী?

উত্তর ঃ মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম। তার চির-ঠিকানা জাহান্নাম।

৫নং প্রশ্ন ঃ মুশরিক কোন নেক কাজের সওয়াব পাবে কি?

উত্তর ঃ শির্কের সাথে কোন নেক কাজ উপকারী হবে না।

৬নং প্রশ্ন ঃ শির্কের পাপ ও সাধারণ পাপের মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তর ঃ শির্ক অমার্জনীয় মহা-অপরাধ। আর বাকী অপরাধকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন।

৭নং প্রশ্ন ঃ 'বিপত্তারণ' মানে কী এবং 'বিপত্তারণ' কে?

উত্তর ঃ 'বিপত্তারণ' মানে বিপদ থেকে ত্রাণকর্তা এবং তিনি একমাত্র মহান আল্লাহ।

৮নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'বিপত্তারণ' মনে করা কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'বিপত্তারণ' মনে করা শির্ক।

৯নং প্রশ্ন ঃ নবী, সাহাবী, ওলী বা কোন বুযুর্গ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি কি মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন?

উত্তর ঃ নবী, সাহাবী, ওলী বা কোন বুযুর্গ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন না। কারণ তাঁদের কেউ কোন উপকার বা

অপকারের মালিক নন। তঁরা নিজেরাই বিপদ-আপদের শিকার হয়েছেন। সুতরাং যাঁরা নিজেদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেননি, তাঁরা অপরকে কীভাবে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন?

১০নং প্রশ্ন ঃ 'অভাব-মোচনকারী' কে?

উত্তর ঃ একমাত্র মহান আল্লাহই সকলের 'অভাব-মোচনকারী'। তিনিই সকলের অভাব মোচন করেন এবং প্রয়োজন পূরণ করেন।

১১নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'অভাব-মোচনকারী' বিশ্বাস করা কী?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'অভাব-মোচনকারী' বিশ্বাস করা শির্ক। এমন বিশ্বাসী মুশরিক।

১২নং প্রশ্ন ঃ 'ইচ্ছাময়' কে?

উত্তর ঃ একমাত্র মহান আল্লাহই 'ইচ্ছাময়'। তিনিই ইচ্ছামতো সব কিছু করেন। তাঁরই হাতে আছে সকল এখতিয়ার।

১৩নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে কোন এখতিয়ার আছে মনে করা কী?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে কোন এখতিয়ার আছে মনে করা শির্ক।

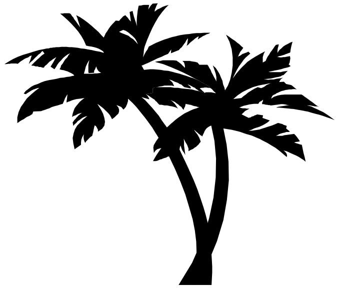

ফুলদানি---৪
ফিক্বহ (ব্যবহারশাস্ত্র)

১নং প্রশ্ন ঃ 'ইস্তিঞ্জা' কাকে বলে?

উত্তর ঃ পেশাব বা পায়খানা অথবা উভয় কাজ করার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে আরবীতে 'ইস্তিঞ্জা' (শৌচকর্ম) বলা হয়।

২নং প্রশ্ন ঃ 'ইস্তিজমার' কাকে বলে?

উত্তর ঃ মাটি, পাথর বা অনুরূপ কিছু দ্বারা পেশাব ও পায়খানার চিহ্ন দূর করাকে আরবীতে 'ইস্তিজমার' (ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার) বলা হয়।

৩নং প্রশ্ন ঃ কোন্ জিনিস দ্বারা কুলুখ করা বৈধ নয়?

উত্তর ঃ প্রাণীর হাড় দ্বারা কুলুখ করা বৈধ নয়, কারণ তা জ্বিনদের খাবার এবং গোবর দ্বারা কুলুখ করা বৈধ নয়, কারণ তা জ্বিন-জাতির পশুদের খাবার।

৪নং প্রশ্ন ঃ 'উযূ'র আভিধানিক অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'উযূ'র আভিধানিক অর্থ ধোওয়া ও পরিষ্কার করা।

৫নং প্রশ্ন ঃ 'উযূ'র শরয়ী অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'উযূ'র শরয়ী অর্থ ঃ আল্লাহর ইবাদতের জন্য বিশেষ অঙ্গসমূহকে সেইভাবে ধৌত করা, যেভাবে মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন।

৬নং প্রশ্ন ঃ কোন্ অবস্থায় 'তায়াম্মুম' করা বিধেয়?

উত্তর ঃ (১) পানি না পাওয়া গেলে। (২) পানি আছে, কিন্তু তা খরচ ক'রে ফেললে পান করার জন্য কিছু থাকবে না। (৩) পানি আছে, কিন্তু তা ব্যবহার করলে শারীরিক ক্ষতি হবে। (৪) পানি তো আছে, কিন্তু তা খুবই ঠান্ডা এবং তা গরম করার কোন উপায় নেই।

৭নং প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুম কিসে নষ্ট হয়?

উত্তর ঃ যাতে উযূ-গোসল নষ্ট হয়ে যায়, তাতে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়। আর যখন পানি পাওয়া যায় অথবা তা ব্যবহার করার মতো সামর্থ্য ফিরে আসে, তখনও তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।

৮নং প্রশ্ন ঃ মুআয্যিনের আযানের জওয়াবে কী বলতে হয়?

উত্তর ঃ মুআয্যিন যা বলে, তাই বলতে হয়। কেবল 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ' ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় পৃথক দুআ বলতে হয়।

৯নং প্রশ্ন ঃ 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ' ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শুনে কী বলতে হয়?

উত্তর ঃ 'লা হাউলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হয়।

১০নং প্রশ্ন ঃ ফজরের আযানে 'আস-স্বালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' শুনে কী বলতে হয়?

উত্তর ঃ 'আস-স্বালাতু খাইরুম মিনান্নাউম'ই বলতে হয়।

১১নং প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ জায়গায় নামায শুদ্ধ নয়?

উত্তর ঃ (১) কবরস্থানে (২) বাথরুমে (৩) উটের আস্তাবলে (৪) আবর্জনা ফেলার জায়গায় (৫) সাধারণ রাস্তায়।

১২নং প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ সময়ে সাধারণ নফল নামায পড়া নিষেধ?

উত্তর ঃ (১) ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত সময়ে। (২) সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকার সময়ে। (৩) আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সময়ে।

১৩নং প্রশ্ন ঃ 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামায কাকে বলে?

উত্তর ঃ মসজিদে প্রবেশ হওয়ার পর বসার পূর্বে দুই রাকআত নামাযকে 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' (মসজিদ-সেলামি) নামায বলা হয়।

১৪নং প্রশ্ন ঃ 'শুকরানা সিজদা' কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোন বিষয়ে সুসংবাদ শুনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানিয়ে সিজদা করাকে 'শুকরানার সিজদা' বলে।

ফুলদানি---৫
পবিত্র জীবনী

হযরত খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সাথে মহানবী ﷺ-এর বিবাহ ঃ

মহানবী ﷺ শিশুবেলা থেকেই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতেন। লোকেরা তাঁর আমানতদারির কারণে 'আল-আমীন' উপাধি দিয়ে রেখেছিল। তিনি সদা সত্য কথা বলতেন।

খাদীজা বিন্তে খুওয়ালিদ নামে কুরাইশ বংশের এক ধনী মহিলা ছিলেন। তিনি মহানবী ﷺ-এর সত্যবাদিতা, আমানতদারি ও সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে জানতে পারলে তাঁকে লোক-মারফৎ এই আবেদন জানালেন যে, তাঁর ব্যবসা-সামগ্রী নিয়ে তাঁর গোলাম মাইসারার সাথে তিনি শামদেশে ব্যবসা করতে যান।

তখন মহানবী ﷺ-এর বয়স হয়েছিল পঁচিশ বছর। তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র এই আবেদন গ্রহণ ক'রে নিলেন। সুতরাং তিনি ব্যবসা-সফরে শামদেশ গেলেন। ফিরে এলে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ব্যবসায়ে মহানবী ﷺ-এর আমানতদারি ও সততার কথা লক্ষ্য করলেন এবং গোলাম মাইসারাও তাঁর সুমহান চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার, সত্যবাদিতা ও আমানতদারির স্বচক্ষে দেখা আচরণের বর্ণনা শুনলেন। ফলে তিনি মহানবী ﷺ-এর ব্যাপারে প্রভাবান্বিত হলেন এবং তিনি যেন বাঞ্ছনীয় হারানো ধন হাতে ফিরে পেলেন। তিনি চাচার মাধ্যমে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। নবী ﷺ তা গ্রহণ করলে বিবাহ হয়ে গেল। তখন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বয়স চল্লিশ বছর এবং তাঁর বয়স পঁচিশ বছর।

বিবাহের পর মহানবী ﷺ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সাথে পঁচিশ বছর সংসার করেন। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় মহানবী ﷺ কোন অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেননি। ইব্রাহীম ছাড়া মহানবী ﷺ-এর বাকী সন্তান মা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)রই গর্ভজাত।

মহানবী ﷺ-এর সন্তান-সন্ততি ঃ

মহান আল্লাহ তাঁকে সাতটি সন্তান দিয়ে ধন্য করেছিলেন।

১। ক্বাসেম। এ ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সন্তানের নাম। তাঁর নাম জুড়েই তাঁর উপনাম ছিল 'আবুল ক্বাসেম'।

২। আব্দুল্লাহ। এঁরই পদবী অথবা অপর নাম ছিল ত্বাইয়িব বা ত্বাহের।

তাঁর সকল ছেলে-সন্তান শিশুবেলাতেই মারা গেছেন। অবশ্য মেয়েরা সকলেই বড় হয়ে ইসলাম পেয়ে মুসলমান হয়েছিলেন এবং হিজরত ক'রে ধন্য হয়েছিলেন। মেয়েদের নাম যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ-

(১) যয়নাব (২) রুক্বইয়্যাহ (৩) উম্মে কুলষূম (৪) ফাত্বিমাহ।

এঁদের মধ্যে কেবল ফাত্বিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছাড়া সকলের ইন্তিকাল মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই হয়। ফাত্বিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ইন্তিকাল তাঁর ইন্তিকালের ছয় মাস পর হয়।

মহানবী ﷺ-এর সন্তানদের পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ ঃ

(১) ক্বাসেম (২) যয়নাব (৩) রুক্বইয়্যাহ (৪) উম্মে কুলষূম
(৫) ফাত্বিমাহ (৬) আব্দুল্লাহ (৭) ইব্রাহীম।

দুঃখের বছর ঃ

নবুঅতের দশম বছরে মহানবী ﷺ-এর চাচা আবূ তালেবের ইন্তিকাল হয়ে গেল। চাচা ছোট বেলা থেকেই নবী ﷺ-কে লালনপালন করেছিলেন। আর যতদিন তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজ করেছেন, চাচা তাঁর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। অতঃপর যখনই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখনই কুরাইশ নির্ভয়ে নবী ﷺ-এর বিরোধিতা ও শত্রুতা করতে লাগল।

আবূ তালেবের ইন্তিকালের দুই অথবা তিন মাস পরে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ইন্তিকাল হয়ে গেল। চাচা ও স্ত্রীর মৃত্যু কাছাকাছি হওয়ার ফলে মহানবী ﷺ বড় দুঃখ ও কষ্ট পেলেন। সেই সাথে কুরাইশদের অত্যাচার ও শত্রুতার মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। দুঃখ-কষ্টের এই সীমাহীন কাহিনী ঘটেছিল সেই বছরে, তাই তার নাম হয়েছে 'দুঃখের বছর।'

ফুলদানি---৬
দুআ ও যিক্‌র

১। চাঁদ দেখার দুআ ঃ

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর বর্কত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। (সহীহ তিরমিযী ৩৪৫১, সিঃ সহীহাহ ১৮১৬নং)

২। রোযা ইফতার করার সময় দুআ ঃ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ ألأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

অর্থ- পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং আল্লাহ চাহেন তো সওয়াব সাব্যস্ত হল। (আবু দাউদ ২৩৫৭, সহীহ জামে’ ৪/২০৯)

৩। শবেক্বদরের দুআ ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মহানুভব, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী ৩৫১৩নং)

৪। রোগী ঝাড়ফুঁকের দুআ ঃ

أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سُقْماً.

অর্থ- কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যাতে কোন পীড়া অবশিষ্ট না থাকে। (বুখারী ৫৬৭৫, মুসলিম ৫৮৩৬নং)

৫। বদ-নজর থেকে বাঁচার দুআ ঃ

مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে; আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (সূরা কাহফ ঃ ৩৯) ভাল জিনিস দেখলে ঐ দুআ পড়তে হয়।

৬। ব্যথা-বেদনার দুআ ঃ

দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে সেই স্থলে হাত রেখে ৩ বার ‘বিসমিল্লাহ’ বলে

৭বার নিম্নের দুআ পাঠ করলে উপশম হয়।

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

অর্থ- আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরতের অসীলায় সেই জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি, যা আমি পাচ্ছি ও ভয় করছি। (মুসলিম ২২০২ নং, আবু দাউদ ৪/ ১১)

৭। উপকারের বিনিময়ে দুআ ঃ

جَزَاكَ اللهُ خَيْراً. (জাযা-কাল্লা-হু খাইরা)

অর্থ- আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। (সহীহ তিরমিযী ২/২৫০)

ফুলদানি---৭
ইসলামী আদব

পানাহারের আদব

মুসলিমের উচিত, সর্বদা পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা। কেউ হারাম ভক্ষণ করলে তার ইবাদত কবুল হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ পয়গম্বরদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।' (সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত) তিনি আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক'রে থাক।" (সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)

অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, যে এলোমেলো চুলে, ধূলামলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ পানে দু' হাত তুলে 'ইয়া রব্ব! 'ইয়া রব্ব!' বলে দুআ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার দুআ কীভাবে কবূল করা হবে?" *(মুসলিম ২৩৯৩নং)*

১। সদাসর্বদা হালাল খাদ্য ভক্ষণ কর।

২। খাবার শুরু করার আগে হাত ধুয়ে বস এবং 'বিসমিল্লাহ' বল।

৩। শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বল, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অআ-খিরাহ।'

৪। ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের তরফ থেকে খাও।

৫। খাবারের কোন দোষ বের করো না। ভাল লাগলে খাও, না লাগলে উঠে যাও।

৬। কোন খাদ্য বা পানীয়তে ফুঁক দিয়ো না। পান করার সময় তিন শ্বাসে পান কর।

৭। খাবারের কোন অংশ নিচে পড়ে গেলে তা তুলে নিয়ে পরিষ্কার ক'রে খাও।

৮। খাবার শেষে আঙ্গুল ও প্লেট চেঁটে খাও।

৯। পানাহারের শেষে আল্লাহর প্রশংসা কর।

উযূ করার নিয়ম ঃ

অন্তরে ওযুর নিয়ত ক'রে 'বিসমিল্লাহ' বলে তিনবার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে। তারপর তিনবার কুল্লী করবে, এরপর নাকে তিনবার পানি নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে নাক ঝাড়বে। অতঃপর মুখমন্ডল (এক কান থেকে অপর কানের মধ্যবর্তী এবং কপালের চুলের গোড়া থেকে দাড়ির নীচে পর্যন্ত অঙ্গ) তিনবার ধৌত করবে। উত্তমরূপে দাড়ি খেলাল করবে। তারপর প্রথমে ডান হাত আঙ্গুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত এবং তদনুরূপ বাঁ হাত তিনবার ধোবে। তারপর একবার মাথা মাসাহ করবে; দুই হাত ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলিকে মুখোমুখি ক'রে মাথার শুরু (যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান) থেকে শেষ (গর্দান, যেখানে চুল শেষ হয়েছে সেখানে) পর্যন্ত স্পর্শ করে ফিরাবে। অতঃপর একবার দুই কান মাসাহ্ করবে; তর্জনী দিয়ে কানের অভ্যন্তর এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বাহির দিক মাসাহ্ করবে। এবং সর্বশেষে প্রথমে ডান পা আঙ্গুলের ডগা থেকে গাঁট পর্যন্ত ও তদনুরূপ বাম পা তিনবার ধৌত করবে।

দাঁতন করার উপকারিতা

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রকৃতিগত সুন্নত হল ১০টি; মোছ ছাঁটা, দাড়ি বাড়ানো, দাঁতন করা, নাকে পানি নেওয়া (নাক পরিষ্কার করা), নখ কাটা, আঙ্গুল ধোয়া, বোগলের লোম তুলে পরিষ্কার করা, নাভির নীচের লোম চেঁছে সাফ করা, প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করা এবং কুল্লি করা।" (মুসলিম ২৬১নং)

নবী ﷺ বলেছেন, "দাঁতন করাতে রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি।" (নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, বুখারী বিনা সনদে, সহীহ তারগীব ২০২নং)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) উযুর সাথে দাঁতন করা ফরয করতাম এবং এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম।" (হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৩১৯ নং)

দাঁতন করলে দাঁতের সুরক্ষা হয়। দাঁত ভাল থাকে। মুখ দুর্গন্ধমুক্ত হয়। সাথে মাজন বা পেষ্ট ব্যবহার করলে আরো বেশি উপকার লাভ হয়। তবে আরাক (পিল্লু) গাছের (ডাল বা শিকড়ের) দাঁতন ব্যবহার করা সুন্নত।

যে যে সময়ে দাঁতন করায় বেশি তাকীদ রয়েছে তা হল, মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার সময়, ঘুম থেকে জাগার পর, উযূ করার আগে, নামাযের আগে, কুরআন তিলাঅতের আগে এবং বাইরে থেকে বাড়িতে এলে।

বিত্র নামায

বিত্র নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এ নামায আদায় করতে মহানবী ﷺ উম্মতকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতেন। হযরত আলী رضي الله عنه বলেন, 'বিত্র ফরয নামাযের মত অবশ্যপালনীয় নয়; তবে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে সুন্নতের রূপদান করেছেন; তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ বিত্র (জোড়হীন), তিনি বিত্র (জোড়শূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বিত্র (বিজোড়) নামায পড়, হে আহলে কুরআন!" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৫৮৮নং)*

বিত্র নামায নিম্নপক্ষে এক রাকআত এবং ঊর্ধ্বপক্ষে নয় রাকআত এক সালামে পড়া যায়।

৯ রাকআত বিত্রের নিয়ম হল, ৮ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে গিয়ে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(মুসলিম, মিশকাত ১২৫৭নং)*

৭ রাকআত বিত্রের নিয়ম হল, ৬ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে গিয়ে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(আবূ দাঊদ ১৩৪২, নাসাঈ ১৭১৯নং)*

কোন কোন বর্ণনা মতে ষষ্ঠ রাকআতে না বসে একটানা ৭ রাকআত পড়ে সর্বশেষে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(নাসাঈ ১৭১৮নং)*

৫ রাকআত বিত্রের নিয়ম হল, ৫ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ১৭১৭, মিশকাত ১২৫৬নং)*

৩ রাকআত বিত্রের নিয়ম হল দুই প্রকার;

(ক) ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে দিতে হবে। অতঃপর উঠে পুনরায় নতুন ক'রে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(ইবনে আবী শাইবা, ইরওয়াউল গালীল ২/১৫০)* ইবনে উমারও এইভাবে বিত্র পড়তেন। *(বুখারী)*

(খ) ৩ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(হাকেম ১/৩০৪, বাইহাক্বী ৩/২৮, ৩/৩১)* এ ক্ষেত্রে মাগরেবের নামাযের মতো মাঝে (২ রাকআত পড়ে) আত্-তাহিয়্যাত পড়া যাবে না। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বিতরকে মাগরেবের মতো পড়তে নিষেধ করেছেন। *(ইবনে হিব্বান ২৪২০, হাকেম ১/৩০৪, বাইহাক্বী ৩/৩১, দারাকুত্বনী ১৬৩৪নং)*

বিত্র এক রাকআতও পড়া যায়। খোদ মহানবী ﷺ এক রাকআত বিত্র পড়তেন। তিনি বলেন, "রাতের নামায দু রাকআত দু রাকআত। অতঃপর তোমাদের কেউ যখন ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তখন সে যেন এক রাকআত বিত্র পড়ে নেয়।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৫৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "বিত্র হল শেষ রাতে এক রাকআত।" *(মুসলিম, মিশকাত ১২৫৫নং)*

তিনি বলেন, "বিত্র হল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হক বা সত্য। সুতরাং যে ৫ রাকআত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক, যে ৩ রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক এবং যে এক রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক।" *(আবূ দাঊদ ১৪২২, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬৫নং)*

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-কে বলা হল যে, মুআবিয়া رضي الله عنه এশার পরে এক রাকআত বিত্র পড়লেন (সেটা কি ঠিক)? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি তো ফকীহ। তাঁকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী।' *(বুখারী, মিশকাত ১২৭৭নং)*

এ ছাড়া আরো অন্যান্য বহু সলফ ১ রাকআত বিত্র পড়তেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ দ্রঃ)*

বিত্রের কুনূত শেষ রাকআতে রুকূর আগে অথবা পরে।

জানাযার নামায

জানাযার নামায ফার্যে কিফায়াহ। লাশ পুরুষের হলে তার মাথার সোজাসুজি এবং মহিলার হলে তার মাঝামাঝি দাঁড়াতে হয়। মুক্তাদী ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হয়। এতে মোট চারটি তকবীর দিতে হয়। দুই হাত তুলে প্রথম তকবীর দিয়ে 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম', 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে সূরা ফাতিহার পর একটি ছোট্ট সূরা পাঠ করতে হয়। তারপর হাত তুলে দ্বিতীয় তকবীর দিয়ে দরূদ পড়তে হয়। তারপর হাত তুলে তৃতীয় তকবীর দিয়ে মৃতের জন্য দুআ করতে হয়। সবশেষে হাত তুলে চতুর্থ তকবীর দেওয়ার পর সালাম ফিরতে হয়।

ফুলদানি---৮
ইসলামী সংস্কৃতি

১নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর উপর সর্বপ্রথম অহী কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ মক্কার নূর পাহাড়ের হিরা গুহায়।

২নং প্রশ্ন ঃ প্রথম অহীতে কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত, যার প্রথম নির্দেশ হল 'পড়'।

৩নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-কে যারা কষ্ট দিত, তাদের মধ্যে দু'জনের নাম বল?

উত্তর ঃ আবূ লাহাব, উক্ববা বিন আবী মুআইত্।

৪নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত কে?

উত্তর ঃ আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল, আরওয়া বিন্তে হার্ব্।

৫নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর নাম ছিল মুহাম্মাদ। 'মুহাম্মাদ' মানে কী?

উত্তর ঃ 'মুহাম্মাদ' মানে সুপ্রশংসিত।

৬নং প্রশ্ন ঃ ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করা যায় কি?

উত্তর ঃ ঈদের নামাযের আগে কুরবানী যবেহ করলে শুদ্ধ হয় না।

৭নং প্রশ্ন ঃ ঈদের দিন রোযা রাখা বৈধ কি?

উত্তর ঃ ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম।

৮নং প্রশ্ন ঃ 'খুলাফায়ে রাশেদীন' কাঁদেরকে বলা হয়?

উত্তর ঃ আবূ বাক্র, উমার, উষমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নবী ﷺ-এর পর যথাক্রমে চার খলীফাকে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' বলা হয়।

৯নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর সুপারিশের সবচেয়ে বড় হকদার কে হবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।

১০নং প্রশ্ন ঃ কিয়ামতে কার জন্য কোন সুপারিশ চলবে না?

উত্তর ঃ মুশরিকের জন্য।

১১নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কারা?

উত্তর ঃ যারা কবরকে মসজিদ বা সিজদার জায়গা বানায় এবং তাতে কবর-ওয়ালার ছবি বা মূর্তি স্থাপন করে।

১২নং প্রশ্ন ঃ কবরের উপর মসজিদ বানানো অথবা মসজিদের ভিতর কবর দেওয়া কী?

উত্তর ঃ কবরের উপর মসজিদ বানানো অথবা মসজিদের ভিতর কবর দেওয়া হারাম। কারণ, তা শির্কের অসীলা।

১৩নং প্রশ্ন ঃ কবরের উপর মসজিদ বানানোর অর্থ কী?

উত্তর ঃ কবরের উপর মসজিদ বানানোর অর্থ হল, কবরের উপর মসজিদ বা গম্বুজ নির্মাণ করা, সেখানে নামায পড়া, কবরকে সিজদা করা ইত্যাদি।

১৪নং প্রশ্ন ঃ মরার পর মানুষের কী পরিণাম হয়?

উত্তর ঃ মরার পর মানুষকে কবরে দাফন করা হয়। অতঃপর সে মু'মিন হলে ইল্লীয়্যীন এবং কাফের হলে সিজ্জীনে স্থান পায়। মু'মিন সুখে থাকে অথবা ঘুমিয়ে থাকে আর কাফের আযাব ভোগ করে।

১৫নং প্রশ্ন ঃ 'মীলাদুন্নাবী' পালন করা কী?
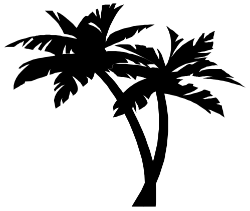
উত্তর ঃ 'মীলাদুন্নাবী' পালন করা বিদআত। এতে রয়েছে অমুসলিমদের অনুকরণ।